সমাজকল্যাণ বার্তা

সমাজসেবা অধিদফতরের মাসিক মুখপত্র

রেজি নং : ৭৩/৭৬ বর্ষ ৯ সংখ্যা ৩ এপ্রিল ২০১৭

অটিস্টিক শিশুর সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

২ এপ্রিল বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস ২০১৭

'আমি বিশ্বাস করি, সবার সমন্বিত উদ্যোগ ও উপযোগী পরিবেশ পেলে অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিরা স্বাবলম্বী হয়ে গড়ে উঠে আমাদের জন্য অপার সম্ভাবনা বয়ে আনবে।' রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ২ এপ্রিল ১০ম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস ২০১৭ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ আহবান জানিয়ে বলেন, 'অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সব শিশু নিজেদের বাড়ির কাছে সাধারণ বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করার সুযোগ পাবে। এতে তারা স্বাভাবিক বোধসম্পন্ন শিশুদের সঙ্গে মিশে মানুষের ভিন্নতা সম্পর্কে জানবে এবং সেই ভিন্নতাকে মেনে নেয়ার শিক্ষা পাবে'।

২০০৭ সালের ১৮ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে ২ এপ্রিল বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত হয়। ২০০৮ সাল থেকে বিশ্বব্যাপী দিবসটি পালিত হচ্ছে। এবার দিবসটির প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'স্বকীয়তা ও আত্মপ্রত্যয়ের পথে'।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, প্রতিমন্ত্রি নুরুজ্জামান আহমেদ এমপি, বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ডা. মোঃ মোজাম্মেল হোসেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ জিল্লার রহমান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিয়োগ দিতে তাদের উপযোগী কর্মক্ষেত্র চিহ্নিত করার কাজ চলছে। এছাড়াও বিসিএসসহ সব শ্রেণীর সরকারি চাকরিতে অটিজমসহ সব প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কোটা সংরক্ষিত আছে।'

প্রধানমন্ত্রী অটিজমসহ সব ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিয়োগের জন্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও উদ্যোক্তাদের প্রতি উদাত্ত আহবান জানান। তিনি আরো বলেন, 'প্রতিবন্ধীদের উন্নয়ন নিশ্চিত করতে ডিজএ্যাবিলিটি ইনফরমেশন সিস্টেম সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে। এতে দেশব্যাপী প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচি মাধ্যমে ১৫ লাখ ১০ হাজার ৮শ প্রতিবন্ধির ডাটাবেজ তৈরি করা হয়েছে'। তিনি বলেন, 'সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালার আওতায় ৬২টি বিদ্যালয়ে প্রায় ৮ হাজার বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থী পড়ালেখার সুযোগ পাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় ন্যাশনাল একাডেমি ফর অটিজম এ্যান্ড নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিজএ্যাবিলিটিস স্থাপনের কাজ চলছে'।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী অটিজম অতিক্রমে সফল ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থাকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করেন। আলোচনা পর্ব শেষে অটিজম বৈশিষ্ট্যের অধিকারী শিল্পীদের অংশগ্রহণে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন প্রধানমন্ত্রী।

অন্য পাতায়

সরকারি শিশু পরিবার (বালক), রংপুরে বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৭ ২

সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র, কাশিমপুরের নিবাসী লিলির আঁকা ছবি ৩

সাফল্যগাঁথা ৪

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী

সরকারি শিশু পরিবার (বালক), রংপুরে বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৭

২৭ ও ২৮ মার্চ সরকারি শিশু পরিবার (বালক), রংপুর চত্তরে ২ (দুই) দিন ব্যাপী বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ এম.পি অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিশুদের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।' তিনি শিশুদের সম্পর্কে কাজী নজরুল ইসলামের কবিতার চরণ উদ্ধৃত করেন "তুমি নও শিশু দুর্বল, তুমি মহৎ মহিয়ান, জাগো দুর্বার গড়িয়ান অমৃতের সন্তান"। তিনি আরও বলেন, 'শিশু পরিবার সমূহের বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা পরিবারের নিবাসী ও কর্মকর্তা কর্মচারীদের মধ্যে সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও সমন্বয়কে আরও সুদৃঢ় করবে।' অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবা অধিদফতরের পরিচালক (প্রতিষ্ঠান) মোঃ জুলফিকার হায়দার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রংপুর জেলার জেলা প্রশাসক (ভারপ্রাপ্ত), মোছাঃ সুলতানা পারভীন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন রংপুর জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপপরিচালক মোঃ আব্দুর রাজ্জাক। অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বিভিন্ন ইভেন্ট পরিচালিত হয়। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে ছিল রংপুর বিভাগীয় সরকারি শিশু পরিবার ও সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী প্রতিষ্ঠানের নিবাসীদের পরিবেশনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

সবশেষে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানের শুভসূচনা

বক্তব্য রাখছেন সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ এমপি

সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র, কাশিমপুরের নিবাসী লিলির আঁকা ছবি

১৯৪৭ সালে চাঁদপুরে সর্বপ্রথম শিশু, পুরুষ ও মহিলাদের জন্য ভবঘুরে নিবাস স্থাপিত হয়। ১৯৬১ সালে সরকারী আশ্রয় কেন্দ্র, ধলা, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ, পূবাইল, গাজীপুরে ভবঘুরে নিবাস স্থানান্তরিত হয়। ১৯৭৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকার মিরপুর, মানিকগঞ্জের বেতিলা, নারায়নগঞ্জের গোদনাইল এবং গাজীপুর জেলার কাশিমপুরে নতুন চারটি সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র। ৩০০ আসন বিশিষ্ট মহিলা/ মাসহ শিশু নিবাসী রয়েছে সরকারী আশ্রয় কেন্দ্র, কাশিমপুর, গাজীপুরে।

একটি জনবহুল ও উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে বাংলাদেশের সকল জনগোষ্ঠীর সুষম আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ব্যতীত এ দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি আনয়ন করা সম্ভব নয়। অসহায় ভবঘুরেদের ভরণপোষণ, রক্ষণাবেক্ষণ, সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে সমাজে কর্মক্ষম ও উৎপাদনশীল নাগরিক হিসাবে পুনর্বাসিত করার লক্ষ্য অর্জনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সমাজসেবা অধিদফতরের মাধ্যমে দেশে ৬ টি সরকারী আশ্রয় কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা করে আসছে।

বিধবা ভাতার প্রচলন, শেখ হাসিনারই প্রবর্তন

সাফল্যগাঁথা

নাম : নুরজাহান

স্বামী : ফজলুল হক

মাতা : ফয়েজের নেছা

গ্রাম : পশ্চিম মলিয়াইশ, ডাকঘর : মলিয়াইশ, উপজেলা : মীরসরাই, জেলা : চট্টগ্রাম

নুরজাহান ১৯৯০ সালে ফজলুল হক এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিয়ের সময় তাঁর স্বামীর সংসারে ছিল অভাব অনটন। স্বামী বর্গাচাষ করে কোনরকমে জীবিকা নির্বাহ করতো। স্বামীর অভাব অনটন দেখে নুরজাহানের নিজে কিছু একটা করার ইচ্ছা হয়। কিন্ত আর্থিক অসচ্ছলতার কারনে কোন কিছু করা সম্ভব হচ্ছিল না। এভাবে কয়েক বছর অতিবাহিত হয়। প্রায় বিশ বছর পূর্বে উপজেলা সমাজসেবা অফিস কতৃক আর্থ সামাজিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য পশ্চিম মলিয়াইশ গ্রামটি জরিপ করা হয়। জরিপে অন্তর্ভূক্ত হয়ে উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের আরএসএস কার্যক্রমের আওতায় ৫,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। উক্ত টাকা দিয়ে পাটি বুনন ও বাঁশ বেতের কাজ শুরু করে। তাঁর তৈরী পাটি ও অন্যান্য হস্তশিল্পের মালামাল বাজারে বিক্রি করে আর্থিকভাবে কিছুটা লাভবান হন। নিয়মিতভাবে ঋণ পরিশোধ করে পুনরায় ঋণ নিয়ে একই কাজ করে ঋণ পরিশোধ করতে থাকেন। ইতোমধ্যে তাঁর সংসারে ৩ মেয়ে ১ ছেলে জন্মগ্রহণ করে। বড় ছেলে চট্টগ্রামে একটি বেসরকারী সংস্থায় চাকুরীরত, বড় মেয়ে বিবাহিত, অন্য দুই মেয়ে পার্শ্ববতী উচ্চ বিদ্যালয়ে ৭ম ও ৮ম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত। সমাজসেবা অধিদফতরের আরএসএস কার্যক্রমের ঋনসীমা ৩০,০০০/- টাকা করায় সর্বশেষ ৩০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। বর্তমানে পাটি বুনন ও বাঁশ বেতের কাজ ছাড়াও ২টি গাভী পালন করছেন। পাটি বুনন, বাঁশ বেতের কাজ, গাভীর দুধ বিক্রি করে বাষিক ৭০,০০০-৮০,০০০/- টাকা আয় করছেন। সংসারে অভাব অনটন আর নেই। বর্তমানে তিনি স্বাবলম্বী সফল নারী ঋণ গ্রহীতা।

চট্টগ্রামের মীরসরাইয়ের সফল ঋণগ্রহীতা নুরজাহান

শেখ হাসিনার হাতটি ধরে পথের শিশু যাবে ঘরে

সম্পাদক : গাজী মোহাম্মদ নূরুল কবির, মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতর। নির্বাহী সম্পাদক : সোমা ইউসুফ, গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা, সমাজসেবা অধিদফতর
সমাজসেবা ভবন, ই-৮/বি-১ আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। ফোন : +৮৮ ০২ ৯১৩১৯৬৬ ফ্যাক্স : ৯১৩৮৩৭৫। www.dss.gov.bd
মুদ্রণে : মাদার প্রিন্টার্স, আর-২৯/এ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট (২য় তলা), নীলক্ষেত, নিউমার্কেট, ঢাকা-১২০৫।